নাম: শেখ নয়ন হোসেন

জন্ম তারিখ: ৮ মার্চ, ২০০৪

শহীদ হওয়ার তারিখ: ৫ আগস্ট, ২০২৪

ব্যক্তিগত তথ্য:

পেশা: অটোরিকশা ড্রাইভার,
শাহাদাতের স্থান : বানিয়াচং থানার সামনে

শহীদের জীবনী

হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং উপজেলার কামালখানি গ্রামের মো: আলী হোসেন অনেক কষ্ট করে ৭ সন্তানসহ ৯ সদস্যের বড় একটি পরিবার রিকশা চালানো উপার্জন দিয়ে পরিচালনা করে আসছিলেন।হঠাৎ শারীরিক অসুস্থতার কারণে পরিবারের দায় দায়িত্ব ১৬ বছর বয়সী একমাত্র ছেলে শেখ নয়নের উপর এসে পড়ে।শহীদ শেখ নয়ন হোসেন ০৮-০৩-২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে তিন বোনের পরে গরিবের ঘরের খুটি হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন।ছোটবেলা থেকেই পরিবারের আর্থিক সংকট মোকাবেলায় বিভিন্ন কাজ করতে হয় শেখ নয়নকে।পরিবারের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য লেখাপড়ার তেমন সুযোগ হয়নি তাঁর।শেখ নয়ন যখন ১৮ বছরের যুবক তখন তাঁর বাবা মৃত্যুবরণ করেন।

ঋণ করে অটো রিকশা কেনার পর ভালোই চলছিল সংসার।শেখ নয়ন গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়লেও লেখাপড়ার প্রতি এবং শিক্ষার্থীদের প্রতি তার ছিল অকৃত্রিম ভালোবাসা।তাই বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে তিনি সবার আগে ছিলেন।ছাত্রজনতার ন্যায্য অধিকার আদায়ের আন্দোলনে তিনি ঘরে বসে থাকতে পারেননি।অবশেষে আন্দোলনকে সফল করেই চির বিদায় নিলেন তিনি।শহীদ শেখ নয়ন হোসেন অত্যন্ত ভাল ছেলে ছিলেন।নিয়মিত নামাজ আদায় করতেন।নয়ন সবসময় বন্ধুদের অনুসরণীয় ছেলে ছিলেন।তিনি সবসময় পাড়া প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করতন।তিনি খুবই সাহসী ছিলেন।তিনি কখনো মিথ্যা এবং অন্যায় সহ্য করতে পারতেন না।নয়ন বারবার শহীদ আবু সাঈদের কথা বলতেন।তিনি তার বন্ধুদের বলতেন: "তোরা সবাই আবু সাঈদের দিকে লক্ষ্য কর, কিভাবে তিনি তাঁর মূল্যবান জীবনটা বিলিয়ে দিলো! শহীদ আবু সাঈদের মতো সাহসী বীর হয়ে আমিও যদি এই দেশের জন্য জীবন বিলিয়ে দিতে পারতাম! এই মজলুম ছাত্র-জনতার জন্য নিজের জীবন দিয়ে হলেও যদি পাশে দাঁড়াতে পারতাম তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করতাম।' নয়ন নিজেকে পরিবারের প্রতি দায়িত্ববান, সত্যবাদী, মিশুক, সদাহাস্য উজ্জ্বল ছেলে হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন।

শহীদ শেখ নয়ন হোসেনের শাহাদাতের ঘটনা

বাংলাদেশে কোটা সংস্কারের লক্ষ্যে ২০২৪ সালের ১ জুলাই থেকে চার দফা দাবিতে 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন'-এর ব্যানারে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা লাগাতার কর্মসূচি দেয় ।বিভিন্ন বাধা বিপত্তি পার করে ৩ আগস্ট ২০২৪ শহীদ মিনার থেকে সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম সরকার পদত্যাগের একদফা আন্দোলন ঘোষণা করেন।শুরুতে ৬ আগস্ট বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন "লংমার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচি ঘোষণা করে।তবে পরিস্থিতি বিবেচনায় সমন্বয়করা কর্মসূচি একদিন এগিয়ে এনে ৫ই আগস্ট ঘোষণা করেন আন্দোলনকে ঘিরে ৫ আগস্ট অনেক জেলায় ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া, সংঘর্ষ এবং গোলাগুলীর ঘটনা ঘটে এতে প্রায় অনেক সাধারণ ছাত্র ও নাগরিক নিহত হয়।দেশের বিভিন্ন জেলার মতো হবিগঞ্জেও এক দফা দাবি নিয়ে স্বৈরাচার পতনের আন্দোলন হয়।অন্যান্য দিনের মতো শেখ নয়ন হোসেন ৫ই আগস্ট সকাল আনুমানিক ১১ টার দিকে ছাত্র বন্ধুদের সাথে স্বৈরচার পতনের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।ছাত্রজনতা মিছিল করতে করতে বানিয়াচং থানার সামনে যায়।মিছিলের সামনের দিকে ছিলেন শেখ নয়ন হোসেন।তিনি তার হৃদয়ের আবেগ অনুভূতি উজাড় করে দিয়ে ছাত্রদের এই মিছিলে স্লোগান দিচ্ছিলেন।শেখ নয়ন হোসেনের স্লোগানের শক্তিতেই যেন পিছনের সকল ছাত্রজনতা তাদের হৃদয়ে শতগুণ শক্তি বৃদ্ধি করে নিচ্ছিল।

প্রথমে চলে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া।হঠাৎ পুলিশ ও সন্ত্রাসী আওয়ামীলীগ তাদের সর্বোচ্চ শক্তি ব্যবহার করা শুরু করলো।দেশের মানুষের ঘাম ঝরানো টাকায় যে পুলিশের বেতন হয় সেই সাধারণ মানুষের পরিশ্রমের টাকায় কেনা রাবার বুলেট ও গুলি ছুড়তে থাকে সাধারণ ছাত্র-জনতাকে লক্ষ্য করে।একটু পরেই সামনের দিকে স্লোগান দিতে দেখে অকুতোভয় বীর শেখ নয়নকে লক্ষ্য করে পুলিশ রাবার বুলেট ও গুলি ছুড়ে।একটি রাবার বুলেট এসে বিধে তাঁর নাকে ও একটি গুলি এসে কপালের উপরের অংশে লেগে অপর দিক দিয়ে মগজ বের হয়ে যায়।৬ জন সদস্য নিয়ে গঠিত বড় একটি পরিবারের দায়িত্বে থাকা একমাত্র ছেলেটি সত্যের পথে লড়াই করতে করতে এভাবেই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল।সমাপ্তি হয় একটি বীর সাহসী, পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীল, মায়ের একমাত্র ছেলে, আয়ের শেষ সম্বল সন্তান, নিভে যায় এলাকাবাসীর নয়নতারা।

সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বের ইতিহাস পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে।শাশ্বত সত্য ঊর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য আল্লাহর একান্ত প্রিয় নির্ভীক সিপাহসালারগণ যুগ যুগ ধরে সদা-সর্বদা প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে আসছেন।অপরদিকে মিথ্যার ধারক-বাহক বলে পরিচিত যারা, সত্য যাদের অন্তরে তীরের ন্যায় বিঁধে, তারা সব সময়ই এই শাশ্বত সত্যের টুঁটি চেপে ধরে রাখতে চেয়েছে।বাংলাদেশের ইতিহাস ন্যায় এবং ইনসাফকে বারবার ধ্বংস করার চেষ্টা করা হয়েছে।আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসী সংগঠনের জন্মই হয়েছে সত্যের বিরুদ্ধে।তাই তারা বারবার সত্যনিষ্ঠ পথে যারা চলতে চাই তাদেরকে জেল জুলুম খুন গুম এবং ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে নিঃশেষ করতে চেয়েছে।কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে কোন স্বৈরশাসক শত চেষ্টা প্রচেষ্টার পরেও শত জুলুম নির্যাতনের পরেও ন্যায় এবং ইনসাফের পথের মানুষদের দাবি রাখতে পারেনি।অবৈধ আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনাও পারলো না।গণহত্যাকারী শেখ হাসিনা চেয়েছিল ৫ আগস্ট ২০২৪ লাখো ছাত্রদের লাশের উপর দিয়ে হলেও ক্ষমতায় টিকে থাকবে।কিন্তু শহীদ শেখ নয়ন হোসেনের মত সাহসী বীরদের জীবনের বিনিময়ে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার স্বপ্ন এদেশে বাস্তবায়ন হয়নি আর হবেও না ।

শেখ শহীদ নয়নের ইচ্ছা

পারিবারিক অসচ্ছলতার জন্য লেখাপড়া খুব বেশি করতে পারেন নি।চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ে লেখাপড়া জীবনের ইতি টানেন।কিন্তু তার ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা ছিল একজন উচ্চশিক্ষিত মানুষের মত।তিনি মৃত্যুর দিনেও তিনার মাকে বলেছেন যে "আমি দেশের জন্য কিছু করতে চাই।' তিনি সবসময়ই বলতেন আমি সত্যের

পথে থাকতে চাই এবং মিথ্যার বিরুদ্ধে সব সময় লড়াই করতে চাই।তিনি তার মাকে বলতেন মা, আমি অল্প দিনের ভিতরেই বিদেশে যেয়ে তোমাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিব।আমাদের যে থাকার ঘরের সমস্যা সেই সমস্যাও থাকবে না।মা, তুমি অল্প কিছুদিন ধৈর্য ধরো।

শহীদ শেখ নয়ন হোসেন সম্পর্কে এলাকাবাসীর মন্তব্য

শহীদ নয়ন এমন একজন ব্যক্তি ছিল যে অভাব অনটনের ভেতর থাকলেও কোনদিন অবৈধ ইনকাম করেনি।কোনদিন সে খারাপ অভ্যাসের সাথে জড়িত হয়নি। কোনদিন ধূমপান করেনি।শুক্রবারের দিন সবার আগে মসজিদে জুম্মার নামাজ পড়তে যেত।নিজে অভাবের ভিতর থাকলেও সর্বোচ্চ চেষ্টা করত গরিব-দুঃখীদের পাশে দাঁড়ানোর।

এক নজরে শহীদ শেখ নয়ন হোসেন

পুরো নাম : শেখ নয়ন হোসেন

পিতা : মৃত আলী হোসেন

মাতা : জরিনা বেগম

স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম :কামালখানি, ইউনিয়ন: কামালখানি, থানা: বানিয়াচং, জেলা: হবিগঞ্জ

বর্তমান ঠিকানা : কামালখানি, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ

বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত

ছয় বোন : ১. তুহিনা আক্তার (২৪): বিবাহিত, সম্পর্ক: বোন

: ২. সুহিনা আক্তার (২২): বিবাহিত, সম্পর্ক: বোন

: ৩. আইরিন আক্তার (২১): অবিবাহিত (বর্তমান ঢাকায় গার্মেন্টস কর্মী), সম্পর্ক: বোন

: ৪. তোফা (১৩): ষষ্ঠ শ্রেণীতে অধ্যায়নরত, সম্পর্ক: বোন

: ৫. সুমনী (১১): চতুর্থ শ্রেণী, সম্পর্ক: বোন

: ৬. রোহিনী (৭): প্রথম শ্রেণী, সম্পর্ক: বোন

পরিবারে আয়ের উৎস : শহীদ শেখ নয়ন হোসেনের অটো চালানোর মাধ্যমে ছিল

শহীদ শেখ নয়ন হোসেনের ইচ্ছা : "দেশের জন্য কিছু করে যেতে চাই"

শাহাদাতের স্থান : বানিয়াচং থানার সামনে

শাহাদতের তারিখ ও সময় : ৫ আগস্ট ২০২৪, দুপুর ১২

আক্রমণকারী : পুলিশ

আক্রান্তের ধরন : মাথায় গুলি লেগে মগজ বেরিয়ে যায়।সাথে সাথেই শাহাদাত বরণ করেন

জানাজা নামাজ : ০৬-০৮-২০২৪, সকাল ১০

দাফন : নিজ বাড়িতে পারিবারিক কবরস্থান